মেহেরপুরে চার বছরের শিশু ধর্ষণ মামলা বৃদ্ধর যাবজ্জীবন জেল

মেহেরপুরের মুজিবনগরে চার বছরের শিশু ধর্ষণের অভিযোগে তছলেম উদ্দিন (৫৯) নামের এক বৃদ্ধর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ, ও নারী ও শিশু নিযার্তন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো: তহিদুল ইসলাম এ রায় দেন। একই সঙ্গে ৫ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডিত তছলেম উদ্দিন মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত বিলাত মিস্ত্রির ছেলে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২২ আগষ্ট দুপুরে প্রতিবেশী চার বছর বয়সী এক শিশু কন্যাকে চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পাশের একটি বাগানে নিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। ওই দিন রাতে ওই শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি ধর্ষণ মামলা করে। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা তছলেম উদ্দিনকে অভিযুক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। আদালত তদন্ত প্রতিবেদন, ভিকটিমের জবানবন্দী ও সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ পযার্লোচনা করে আসামির বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ, ৫ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন। মামলার রায় ঘোষনার সময় আসামি আদালতে হাজির ছিলেন।

আর মামলায় বাদি পক্ষের আইনজিবী ছিলেন অ্যাড. রোকেয়া ও আসামি পক্ষের আইনজিবী ছিলেন একেএম আসাদুল আলম।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় শিশু ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ৫ বছরের এক কণ্যা শিশুকে ধর্ষণ মামলায় তরিকুল জোয়ার্দ্দার ওরফে এমপি নামের একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার (৬মার্চ) সকালে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ মিজানুর রহমান এ রায় প্রদাণ করেন। দন্ডিত তরিকুল ইসলাম উপজেলার ক্ষুদ্র রয়েড়া গ্রামের মৃত মেনদায় জোয়ার্দ্দারের ছেলে।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বজলুর রহমান জানান, ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি শৈলকুপা উপজেলার বাহির রয়েড়া গ্রামের ৫ বছরের এক কণ্যা শিশুকে ধর্ষণ করে পার্শবর্তী ক্ষুদ্র রয়েড়া গ্রামের তরিকুল জোয়ার্দ্দার ওরফে এমপি। নির্যাতিতা পরিবারকে জানালে পরদিন তার চাচা বাদী হয়ে তরিকুলকে আসামী করে শৈলকুপা থানায় একটি মামলা দায়ের করে। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে বুধবার ওই মামলার আসামী তরিকুলকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা করে। জরিমানা অনাদায়ের আরও ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেয়।

চুয়াডাঙ্গার নাস্তিপুর গ্রামে শিশু ধর্ষণ মামলার আসামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর গ্রামস্থ আসামী মোঃ তানভির হোসেন কাকনের বসতঘরের শয়ন কক্ষে ছয় বছরের শিশুকে কৌশলে ডেকে নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনার বিষয়ে তার পরিবারকে জানালে আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে

নিয়ে ভর্তি করেন। ঘটনার বিষয়ে ভিকটিমের পিতা বাদী হয়ে দর্শনা থানার মামলা নং-১৯, ২৬শে জুন ধারা- ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধীত ২০০৩) এর ৯(১) রুজু করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের দিকনির্দেশনায় দামুড়হুদা সার্কেল এএসপি জাকিয়া সুলতানার সহযোগিতায় এবং অফিসার ইনচার্জ মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ ও পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস. এম. আমান উল্লাহর নেতৃত্বে ধর্ষণ মামলার রহস্য উদঘাটন ও আসামী গ্রেফতারের লক্ষ্যে দর্শনা থানা এবং চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের একাধিক টিম তাৎক্ষণিকভাবে মাঠে নামে।

মামলা রুজুর ২৪ ঘন্টা পার হতেই দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে ঘটনার বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা ও স্বাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সাথে জড়িত আসামী মোঃ তানভির হোসেন কাকন (২১)-কে ঝিনাইদহ জেলার ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল হতে শনিবার সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে ধর্ষনের কথা প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে।

আসামী ঘটনার দিন ২২শে জুন বেলা বারোটার সময় ছয় বছরের শিশু ভিকটিমকে মোবাইলে গেমস্ দেখানোর নাম করে আসামীর বসতঘরের শয়ন কক্ষে নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শনিবার সকাল দশ টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এই সকল তথ্য নিশ্চিত করেন ।

গাংনীতে শিশু ধর্ষণ মামলা কিশোর গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামে শিশু ধর্ষণ মামলায় নাসিম (১৬) নামের এক কিশোরকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার রাতে শিশু ধর্ষণের ঘটনায় আজ সোমবার সকালে ওই শিশুর নানি জরিনা খাতুন গাংনী থানায় ধর্ষন মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানায় মামলা নং-৩৬,তারিখ-২৭/০৩/২০২৩ইং। গ্রেফতারকৃত কিশোর নাসিম গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামের কামার পাড়ার নজির হোসেনের ছেলে।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার সন্ধায় গাংনীর সম্পুর্ণা বিউটি পার্লারে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিল ১৪ বছর বয়সি বালিয়াঘাট গ্রামের এক শিশু। ওই সময় তার সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ হয় কিশোর নাসিমের। রাত ৯টার দিকে দুজুনের দেখা হয় বামন্দী আল ফালাহ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে। সেখানে একটু কথা বলার জন্য একটি নির্মানাধীন ভবনের তৃতীয় তলায় নিয়ে যায় নাসিম। নাসিমের দুই বন্ধুকে পাহারায় রেখে সেখানে ওই শিশুকে জোর পুর্বক ধর্ষণ করে।

পরে ছাড়া পেয়ে স্থানীয় লোকজনকে ঘটনা খলে বল্লে স্থানীয়রা বিষয়টি বামন্দি পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেয়। খবর পেয়ে বামুন্দি ক্যাম্পের এসআই ইসরাফিল হোসেন ওই শিশুকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত কিশোরকে মধ্যরাতে আটক করে। পরে শিশুটির নানি বাদি হয়ে সোমবার সকালে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি ) আব্দুর রাজ্জাক জানান,কিশোরের বিরুদ্ধে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে অভিযুক্ত নাসিমকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। বাকি দুই সহযোগীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।